প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - তাহারাত বা পবিত্রতা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

[গোসল করার নিয়ম] - ৯৮. সুন্নাহ মোতাবেক গোসল করার নিয়ম কী?

গোসলের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলসহ রাসূলুল্লাহ (স) যে পদ্ধতিতে ফরয গোসল করতেন, নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো:

১. নিয়ত করা
প্রথমেই নিয়ত করবে (বুখারী: ১)। মনস্থ করবে যে, উক্ত গোসল বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য এবং তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। নাওয়াইতু আন... বা অন্য কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হয় না।

২. বিসমিল্লাহ বলা
অতঃপর (বিসমিল্লাহ) বলবে । (আবু দাউদ: ১০১)।

৩. হাত ধৌত করা।
শুরুতেই দু'হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করে নেবে। হাদীসে এসেছে, (রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী) মাইমুনাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং একটা কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি (স) তাঁর দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত (কজি পর্যন্ত) ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষে নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও দু’হাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেনও সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। এরপর একটু সরে গিয়ে দু’পা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর (গা মোছার জন্য) আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম । কিন্তু তা নিলেন না। তিনি দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন । (বুখারী: ২৭৬, ইফা: ২৭৩, আধুনিক: ২৬৮)।

৪. লজ্জাস্থান ধৌত করা
দু' হাত ধৌত করার পরের কাজ হলো শুধু বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেওয়া। এতদসঙ্গে উরুর আশপাশ ও যেখানে যেখানে ময়লা থাকতে পারে সে অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবে। (বুখারী: ২৫৭)।

৫. বাম হাত পরিষ্কার করে ফেলা
অতঃপর বাম হাত মাটিতে বা কোন দেয়ালে ভালো করে মাজাঘষা করে (বা সাবান পানি দিয়ে) উত্তমরূপে ধৌত করে নেবে। (বুখারী: ২৭৪)

৬. ওযূ করা

এরপর নামাযের ওযূর মতো পরিপূর্ণভাবে ওযু করে নেবে। (বুখারী: ২৪৮)।

৭. মাথা ধৌত করা
ওযূর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে চুলগুলো ভালো করে ধুয়ে নেবে, যাতে সমস্ত চুলের রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকি রয়েছে। অতএব চুলগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নাও' (হাদীসটি দুর্বল)। প্রথমে পানি ঢালবে মাথার ডান পাশে, এরপর বাম পাশে, অতঃপর মাথার মধ্যখানে । (বুখারী: ২৫৮)

পুরুষদের দাড়ি ও মাথার চুল ভালোভাবে ভেজাতে হবে । একটি চুলও যদি শুকনো থাকে তাহলে এ জন্য দোযখের আগুনে ফেলা হবে (আহমদ ও আবু দাউদ)। এ ভয়ে খলিফা আলী (রা) মাথার চুল কামিয়ে ন্যাড়া করে ফেলতেন *। তবে মহিলাদের শুধু চুলের গোড়া ভেজালেই যথেস্ট (মুসলিম)। তাদের খোঁপা বা বেনি খোলা জরুরি নয়।

৮. শরীর ধৌত করা।
অতঃপর পানি ঢেলে শরীরের সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেবে। পানি ঢালবে প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে। আয়েশা (রা) বলেছেন, “নবী (স) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন।” (বুখারী: ১৬৮, ইফা ১৬৪)। কোথাও পানি না পৌছলে তিনি। (স) মাজাঘষা করে পানি পৌছাতেন।

৯. সবশেষে পা ধোয়া এবং ডান দিক থেকে শুরু করা
গোসলের জায়গা থেকে সরে এসে সর্বশেষ দু' পা ধুয়ে নেবে । রাসূলুল্লাহ (স) ফরয গোসলের পর আর ওযূ করতেন না । (তিরমিযী: ১০৭, আবু দাউদ: ২৫০, নাসাঈ: ২৫২, ইবনে মাজাহ: ৫৭৯)

ফুটনোট

* ইমাম নাবাবী (রহঃ) হাদীসটিকে য‘ঈফ বলেছেন (হাদিসবিডি সংযুক্তি)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12835

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন